দৈনিক সংবাদ

তারিখ 25 APR 1996
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

সম্পূর্ণ উত্তর বাংলাদেশের জন্য কি একটি বিশ্ববিদ্যালয় যথেষ্ট?

উত্তর জনপদ নিয়ে এন্তার লেখা হয়েছে। কিন্তু এসব লেখায় খুব একটা ফলপ্রসূ কিছু হয়নি! যার ফলে উত্তর জনপদের লোক যে তিমিরে সেই তিমিরেই রয়ে গেছে। শিক্ষা মানুষের একটি মৌলিক অধিকার। কিন্তু সেই অধিকারটুকু আদায়ের জন্য উত্তর জনপদের লোকের জন্য খুব বড় বেশি একটা সুবিধা নেই। ১৬টি জেলার অধিবাসীর ছেলেমেয়েদের জন্য একটি মাত্র বিশ্ববিদ্যালয়। অধুনা কিছু কিছু কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু বিষয়ে পাঠদানের সুবিধা প্রদানের অনুমতি দেয়া হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিষয়গুলোকে পাঠদানের সুবিধা প্রদান করলে কি এগুলোকে পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় বলা যায় নাকি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল সুযোগ-সুবিধা সেখানে পাওয়া যায়।

অনার্স ও মাস্টার্স কোর্সের জন্য প্রয়োজন অভিজ্ঞ অধ্যাপক, সমৃদ্ধশীল লাইব্রেরী, ল্যাবরেটরি ইত্যাদি, কিন্তু মফস্বল শহরের বিশ্ববিদ্যালয় কলেজগুলোতে কি এসব সুবিধা বিদ্যমান। যার ফলে এসব বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ থেকে পাস করা ছাত্ররা ঢাকা বা আশপাশের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করা ছেলেমেয়েদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে উঠতে পারে না। তাই উত্তর জনপদের ছাত্রছাত্রীরা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার জন্য ছুটে আসে ঢাকা, ময়মনসিংহ, সিলেট, খুলনা, চট্টগ্রাম বা কুষ্টিয়ায়। এই মংগার দিনে উত্তর জনপদের অভিভাবকরা সকল অর্থ ব্যয় ও কষ্ট করে সহ্য করে ছেলেমেয়েদের পাঠাচ্ছেন- উচ্চ শিক্ষার জন্য দূরের শহরে।

উত্তর জনপদের ছেলেমেয়েদের এই পাড়ে এসে লেখাপড়া করা শুধু ব্যয়বহুলই নয় ঝুঁকিপূর্ণও বটে। নগরবাড়ি-আরিচা কিংবা বাহাদুরাবাদ-ভুয়াপুর ফুলছড়িঘাটে যানজট বা নদীর বুকে ভেসে উঠা চরের জন্য ফেরি, স্টিমার চলাচল বন্ধ হলে একেবারেই বিচ্ছিন্ন অবস্থায় পড়ে থাকতে হয়। কেউ দু'একদিনের জন্য বাড়ি আসলে আটকা পড়ে থাকে। এর মধ্যে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হলে তো একটি বছর নষ্ট হওয়ার ঝুঁকি। তাছাড়া রাজধানীর সন্ত্রাসী কার্যকলাপের খবর পড়ে অভিভাবকরা চিন্তায় সময় অতিবাহিত করেন।

উত্তর জনপদের বিশাল জনগোষ্ঠীর ছেলেমেয়েদের জন্য আরও দু'তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা প্রয়োজন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পূর্বেই কারমাইকেল কলেজকে পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করার জন্য সার্ভে করা হয়েছিল- পরে রাজশাহীতে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়! পরবর্তীতে অনেক সরকারপ্রধান কারমাইকেল কলেজের এরিয়ার পরিবেশও সমৃদ্ধশীল লাইব্রেরী, ল্যাবরেটরী, খেলার মাঠ ইত্যাদি দেখে কারমাইকেল কলেজকে পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করার আশ্বাস দিয়েছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় রংপুরবাসীর এই দাবিটি আজও বাস্তবায়ন করা হয়নি। দিনাজপুর ও ঠাকুরগাও কৃষি ক্ষেত্রে অনেক এগিয়ে আছে। এই অঞ্চলে অনেক কৃষি অফিস যেমন ধান, গম, তুলা গবেষণার অফিসসমূহ আছে। এই এলাকায় একটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা যেতে পারে। হাজী দানেশ কৃষি কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করা যেতে পারে। কৃষি ক্ষেত্রে এখনও অনেক কিছু করার অবকাশ আছে। তাই এ ব্যাপারেই আমাদের জোর দেয়া প্রয়োজন। গার্মেন্টস নয়, কৃষিই দেশকে বাঁচিয়ে রেখেছে। এই খাতকে কোন অবস্থায় অবহেলা করা যাবে না।

তাই আমি আবারও অনুরোধ করছি উত্তর জনপদের ছেলেমেয়েদের তথা সারা বাংলাদেশের ছেলেমেয়ের উচ্চ শিক্ষা বিস্তারের সুবিধা প্রদানের জন্য রংপুর কারমাইকেল কলেজকে একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় ও দিনাজপুরের হাজী দানেশ কৃষি কলেজকে একটি পূর্ণাঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করার ব্যবস্থা নেয়া হোক।

মাহবুবুল হক চৌধুরী
১৫৩, লেক সার্কাস,
কলাবাগান, ঢাকা